BGMEA

সার্কুলার নং-বিজিএ/কাস/২০২৫/ ৩৭

তারিখঃ ১৬/০১/২০২৫ইং

সম্মানিত সকল সদস্যের জন্য

বিষয়ঃ কাস্টম গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর এবং বিজিএমইএ'র প্রতিনিধিদলের মধ্যে ৩০/১২/২০২৪ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত কিছু সিদ্ধান্ত সম্পর্কে।

সম্মানিত সকল সদস্যদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, গত ৩০/১২/২০২৪ইং তারিখে বিজিএমইএ এবং কাস্টমস গোয়েন্দা তদন্ত অধিদপ্তরের মধ্যে একটি সভা কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, ঢাকার সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব সৈয়দ মুশফিকুর রহমান, মহাপরিচালক, কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর। সভায় কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের অন্যান্য উর্দ্ধতন কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিণ) এর কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রামের কমিশনার এবং কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা (উত্তর) এর অতিরিক্ত কমিশনার সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বিজিএমইএ'র পক্ষ হতে জনাব ইনামুল হক খান (বাবলু), সদস্য, সহায়ক কমিটি, বিজিএমইএ, জনাব মাহাবুবুর রহমান, পরিচালক, মেসার্স সোনিয়া এন্ড সুয়েটারস লিঃ, সদস্য স্ট্যান্ডিং কমিটি অন এনবিআর, বন্ড ও কাস্টমস, জনাব কাজী মিজানুর রহমান, প্রোপাইটর, আদিবা এ্যাপারেলস, সদস্য স্ট্যান্ডিং কমিটি অন এনবিআর, বন্ড ও কাস্টমস বিজিএমইএ এবং জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেসার্স ফারসিং নীট কম্পোজিট লিঃ উপস্থিত ছিলেন।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কিভাবে অনিয়ম হ্রাস করা যায় তা নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনান্তে নিম্ন বর্ণিত সুপারিশসমূহ প্রদান করা হয়ঃ

- ইউডি প্রদানের ক্ষেত্রে বিজিএমইএকে অধিকতর যাচাই-বাছাই করার অনুরোধ করা হয়। ইতিমধ্যে বিজিএমইএ প্রয়োজনীয় সকল যাচাই-বাছাই করে ইউডি ইস্যু করছে।
- ইউডি'র মাধ্যমে তৈরিকৃত পোশাক সম্পর্কে সম্যক ধারনা না পাওয়ার কারণে মহাপরিচালক, কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর ইউডি'র সাথে তৈরি পোশাকের ইমেজ অনলাইনে সংযুক্ত করে দেয়ার বিষয়ে বিজিএমইএ'কে কাজ করার জন্য অনুরোধ করেন। এতে সন্দেহের মাত্রা হ্রাস পাবে এবং কাটিং প্রদান প্রবনতা কমে আসবে। এ বিষয়ে বিজিএমইএ সম্ভাব্যতা নিয়ে কাজ করবে।
- যে সকল প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘদিন যাবত (১২ মাস বা ততোধিক) কোন আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম নেই সেসব প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ইউডি প্রদানের ক্ষেত্রে সর্তকতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানান। এই ক্ষেত্রে বিজিএমইএ পূর্ব হতেই সর্তকর্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক ইউডি ইস্যু করে থাকে।
- কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর কর্তৃক কাটিং সুপারভিশন দেয়া প্রতিষ্ঠানের উপর কঠোর নজরদারী করতে অনুরোধ করা হয়েছে। বর্তমানেও কাটিং সুপারভিশন সংক্রান্ত তথ্য যদি বিজিএমইএকে জানানো হয় তবে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
- আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমে আরও গতিশীলতা আনার লক্ষ্যে ''গ্রীন চ্যানেল'' সুবিধা পাওয়ার যোগ্য প্রতিষ্ঠানের একটি তালিকা করার জন্য বিজিএমইএকে অনুরোধ জানানো হয়। এ ধরনের তালিকা করা বিজিএমইএ'র পক্ষে সম্ভব হবে না জানিয়ে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর/জাতীয় রাজস্ব বোর্ড'কে তালিকা তৈরি করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

আপনাদের সদয় অবগতির জন্য কাস্টম গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত সভার কার্যবিবরণী এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে (২ পাতা)।

ধন্যবাদান্তে,

১৬/১/২০২৫

মোঃ ফয়জুর রহমান
মহাসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর

আইডিইবি ভবন (১০ম তলা), ১৬০/এ কাকরাইল ভিআইপি রোড, ঢাকা-১০০০

নথি নং- ০৫/CIID-সদর/অভ্যঃ যোগাঃ ও সমন্বয়/২২/কর্মকর্তা মনোনয়ন/২০২৪(খন্ড-২)/৭৮ তারিখ:০৮/০১/২০২৫ খ্রিঃ

বিষয় : কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরে বাংলাদেশ পোশাক উৎপাদনকারী ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)-র সাথে ৩০/১২/২০২৪ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভার স্থান : কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর ঢাকার সম্মেলন কক্ষ।

তারিখ ও সময় : ৩০/১২/২০২৪ খ্রিঃ, সকাল ১১.০০ ঘটিকা

সভাপতি : জনাব সৈয়দ মুসফিকুর রহমান, মহাপরিচালক, কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, ঢাকা।

বন্ডের আওতায় আমদানিকৃত পণ্য স্থানীয় বাজারে অবৈধভাবে বিক্রয় করার কারণে বাণিজ্যিক আমদানিকারকগণ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন এবং দেশীয় বস্ত্রশিল্পের মারাত্মক ক্ষতিসাধন হচ্ছে। অপরদিকে সরকার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হারাচ্ছে। এ ধরণের অনভিপ্রেত পরিস্থিতি রোধ করতে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে বাংলাদেশ পোশাক উৎপাদনকারী ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)-র নেতৃবৃন্দের সাথে একটি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জনাব খালেদ মোঃ আবু হোসেন, কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট (দক্ষিণ), ঢাকা; জনাব মোহাম্মদ শফি উদ্দিন, কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিমনারেট, চট্টগ্রাম; জনাব এদিপ বিল্লাহ, অতিরিক্ত কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট (উত্তর), ঢাকাসহ অন্যান্য কমর্কর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন।

০২। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যথা:

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১.	বাণিজ্যিক ভাবে ফেব্রিক্স আমদানির (IM4) পরিমাণ অস্বাভাবিক ভাবে হ্রাস পাওয়ায় বিষয়টি নিয়ে সভায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। এতে বিগত ২০২২ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে প্রায় ১,৯০০ কোটি টাকা রাজস্ব কমে গেছে। অপরদিকে বন্ডের আওতায় (IM7) আমদানি বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর সাথে আনুপাতিক হারে রপ্তানি বৃদ্ধি হয়নি। এছাড়া বেশ কিছু বন্ড লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বন্ড সুবিধায় যে পরিমাণ পণ্য আমদানি করা হয়েছে তার বিপরীতে রপ্তানির পরিমাণ খুবই কম।	(ক) UD প্রদানের ক্ষেত্রে বিজিএমইএ অধিকতর যাচাই-বাছাই পূর্বক তা সরবরাহ করবে। (খ) যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান আমদানির তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে রপ্তানি কম করেছে তাদের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বন্ড কমিশনারেট নিবিড়ভাবে মনিটরিং করবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (গ) কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত তালিকা সংশ্লিষ্ট বন্ড কমিশনারেটকে সরবরাহ করা হবে। (ঘ) আমদানি পর্যায়ে দীর্ঘসূত্রিতা কমানোর লক্ষ্যে বিজিএমইএ UD তে সম্ভাব্য স্বল্প সময়ের মধ্যে রপ্তানীয় নমুনার Image সংযুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যা শুল্কায়নকালে অনলাইনে কাস্টমস গোয়েন্দা, বন্ড কমিশনারেট এবং কাস্টম হাউসের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগন দেখতে পারবেন।	বিজিএমইএ কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর। বন্ড কমিশনারেট
২.	Non-performing প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ যে সকল প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘদিন যাবত তেমন উল্লেখযোগ্য কোন আমদানি-রপ্তানি নেই তাদের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এসকল প্রতিষ্ঠানকে খালাস পর্যায়ে নমুনা রেখে কাটিং সুপারভিশন দেয়ার বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়।	(ক) বিজিএমইএ যে সকল প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘদিন যাবত (১২ মাস বা ততোধিক) কোন উল্লেখযোগ্য আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম নেই তাদের তালিকা করে UD প্রদানের সময়ে পর্যাপ্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (খ) এসকল প্রতিষ্ঠানের স্টক লট সংক্রান্ত তথ্যাদি নিয়মিতভাবে বন্ড কমিশনারেটকে সরবরাহ করবে (গ) কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর কর্তৃক যে সকল প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করে কাটিং সুপারভিশন দেয়া হয়েছে সেগুলোর তালিকা বিজিএমইএ এবং বন্ড কমিশনারেটকে সরবরাহ করা হবে যার ভিত্তিতে এ সকল প্রতিষ্ঠানের উপর কঠোর নজরদারি জারি রাখতে হবে। (ঘ) বন্ড কমিশনারেট এ ধরণের তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের বিগত সময়ের অডিট প্রতিবেদন সমূহ অধিকতর যাচাই	বিজিএমইএ কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর বন্ড কমিশনারেট

		করে দেখবে এবং কাটিং সুপারভিশন কার্যক্রমে যে সকল প্রতিষ্ঠান কালক্ষেপণ বা অসহযোগিতা প্রদর্শন করবে সে সকল প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	
৩.	কাস্টমস গোয়েন্দা অধিদপ্তর কর্তৃক চিহ্নিত বিভিন্ন বন্ডেড প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত ফেব্রিক্সের কাটিং তদারকির কার্যক্রমটি কিভাবে আরও দ্রুত নিষ্পন্ন করা যায় সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	(ক) কাস্টমস গোয়েন্দা অধিদপ্তর চালান লক করার পূর্বে তথ্য উপাত্ত আরও নিবিড়ভাবে যাচাই করে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে কার্যক্রমটি পরিচালনা করবে যাতে প্রকৃত রপ্তানিকারকগন ক্ষতিগ্রস্থ না হন। (খ) বিজিএমইএ আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমে আরও গতিশীলতা আনার লক্ষ্যে "গ্রীন চ্যানেল" সুবিধা পাওয়ার যোগ্য প্রতিষ্ঠানের একটি তালিকা সম্ভাব্য স্বল্প সময়ের মধ্যে কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, বন্ড কমিশনারেট এবং কাস্টম হাউস সমুহকে সরবরাহ করবে যা নিয়মিত বিরতিতে হালনাগাদ করতে হবে। (খ) যে সব প্রতিষ্ঠানের বিল অব এন্ট্রি লক করা আছে সেগুলো দ্রুত সময়ের মধ্যে পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমদানিকারকগণ তাদের নিয়োজিত সিএন্ডএফ এজেন্ট দের নির্দেশনা প্রদান করবেন। যেসব চালানের বিল অব এন্ট্রি এখনো দাখিল করা হয়নি সেগুলো দ্রুত দাখিলের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। (গ) কাস্টমস গোয়েন্দা অধিদপ্তর সিএন্ডএফ এজেন্ট হতে পরীক্ষার সময়সূচী সংক্রান্ত পত্র পাওয়ার সাথে সাথেই কালক্ষেপণ না করে পণ্য পরীক্ষা সম্পন্ন করবেন এবং পরীক্ষাকালে অন্য কোন অসঙ্গতি পাওয়া না গেলে নমুনা রেখে কাটিং তদারকির নির্দেশনা প্রদান করে দ্রুত চালান ছাড়ের অনুমতি দিবে।	বিজিএমইএ কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর

০৩। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সৈয়দ মুসফিকুর রহমান
মহাপরিচালক
ফোন: ০৮-০২-৪৮৩১৬১৪৫
ই-মেইল: dg-intelligence@customs.gov.bd

বিতরণ:

১. প্রশাসক, বাংলাদেশ পোশাক উৎপাদনকারী ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)
২. কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা (উত্তর/দক্ষিণ), ঢাকা/চট্টগ্রাম।
৩. কমিশনার, কাস্টম হাউস (সকল)
৪. অতিরিক্ত মহাপরিচালক, কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, আঞ্চলিক কার্যালয়, ঢাকা/চট্টগ্রাম।
৫. যুগ্ম-পরিচালক, কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬. উপ/সহকারী পরিচালক (সকল), কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।

সদয় অবগতির জন্যঃ

১. চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, শেরে বাংলা নগর, আগারগাও, ঢাকা।
২. সদস্য (নিরীক্ষা, কাস্টমস আধুনিকায়ন ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, শেরে বাংলা নগর, আগারগাও, ঢাকা।
৩. সদস্য (কাস্টমস রপ্তানি ও বন্ড), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, শেরে বাংলা নগর, আগারগাও, ঢাকা।